কৃপাশক্তি আকর্ষণ করিতে পারে। এইরূপ ভক্তির অনুবৃত্তি বিষয়ে বাধ্যমান অবস্থাতেও প্রকাশ পায়॥ ১২২ ॥

দুষ্টজীবাদিভয়নিবাকত্বমাহ—দিগ্‌গজৈর্দ্দন্দশূকেন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ। মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ॥ হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ পর্ব্বতাক্রমণৈরপি। ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরস্সুতম্। চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তস্তৎকর্ত্তুং নাভ্যপদ্যত॥ ১২৩॥

অত্র দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরা ইত্যাদিকং বৈষ্ণববচনজাতমনুসন্ধেয়ম্। ন যত্র শ্রবণাদীনি ইত্যাদিকঞ্চ। যথা বৃহন্নারদীয়ে—যত্র পূজাপরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে। রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি। প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা-গ্রহা বালগ্রহাস্তথা। ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চ্চকমিতি॥৭॥৫॥ শ্রীনারদঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরম্॥ ১২৩॥

শ্রীভগবদ্ভক্তির দুষ্ট জীবাদি হইতে ভয়নিবারকত্ব বলিতেছেন—

হিরণ্যকশিপু নিজপুত্র প্রহ্লাদকে বধ করিবার জন্য দিগ্‌হস্তিগণ দ্বারা, বিষধর সর্পসমূহ দ্বারা, অভিচার যজ্ঞদ্বারা, উচ্চ পর্ব্বতে হইতে ভূতলে পাতন দ্বারা, আসুরিক মায়াসমূহের দ্বারা, গর্ত্তমধ্যে অবরোধন দ্বারা, বিষভক্ষণ দ্বারা, হিম-বায়ু-অগ্নি-সলিল মধ্যে নিক্ষেপ দ্বারা, অনাহার দ্বারা, পর্ব্বতক্ষেপণ দ্বারা যখন অসুরের রাজা নিষ্পাপ নিজপুত্রকে বিনাশ করিতে পারিল না, তখন অপর চিন্তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিকারের কোনই উপায় রাখিল না। ৭।৫।৪৩-৪৪॥১২৩॥

এস্থানে "দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরা"—ইত্যাদি বৈষ্ণব বচনসমূহ অনুসন্ধান করিতে হইবে, অর্থাৎ যখন হস্তী প্রহ্লাদকে বজ্র হইতে কঠিন দন্তের দ্বারা নিপীড়ন করিতে লাগিল, তখন কোমলা ভক্তি-শক্তির প্রভাবে সেই কঠিন দন্তসমূহ তুলা হইতে অতি সুকোমল হইয়াছিল।

এই প্রকার অগ্নিও চন্দ্র হইতে সুশীতল, বিষ অমৃত হইতেও স্বাদু প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল প্রমাণে ভক্তি-শক্তির নিকটে নিখিল মায়াময়ী জড়াশক্তি যে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাই দেখান হইল।

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি॥ ১০।৬।৩

শ্রীশুকমুনি কহিলেন—হে রাজন্! যে যজ্ঞ প্রভৃতি অশেষ কর্ম্মে ভক্তজনবল্লভ শ্রীহরির রাক্ষসবিনাশকারী শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান হয় না, সে স্থানে রাক্ষসীগণ নিজ নিজ প্রভাব প্রকাশ করিতে